Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামিক দৃষ্টিতে সুষ্ঠ সমাজ ব্যবস্থায় পারিবারিক বন্ধনের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব

তত্ত্বাবধায়নেঃ

আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শামীমা আক্তার খান

রোলঃ ২১৫০০১১৮১

৩০ নভেম্বর,২০২৩ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামিক দৃষ্টিতে সুষ্ঠ সমাজ ব্যবস্থায় পারিবারিক বন্ধনের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শামীমা আক্তার খান

রোলঃ ২১৫০০১১৮১

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "ইসলামিক দৃষ্টিতে সুষ্ঠ সমাজ ব্যবস্থায় পারিবারিক বন্ধনের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে শামীমা আক্তার খান, আইডিঃ ২১৫০০১১৮১ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "ইসলামিক দৃষ্টিতে সুষ্ঠ সমাজ ব্যবস্থায় পারিবারিক বন্ধনের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

শামীমা

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৩ ইং

শামীমা আক্তার খান

আইডিঃ ২১৫০০১১৮১

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নং
সারসংক্ষেপ	৫
ভূমিকা	৫
পরিবার কী	৬
যেভাবে পরিবারের শুরু	৬
পরিবারের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা	৭
পারিবারিক জীবনের সুফল	১২
শান্তিময় সমাজ	১৪
ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা	১৪
জ্ঞান ও অনুভুতির সম্পর্ক	১৫
মুসলিম উম্মাহ ও জাতির মধ্যে তা'লীম-তরবিয়তের অভাব	১৬
সামাজিক শৃঙ্খলায় প্রয়োজন পারিবারিক বন্ধনের দৃঢ়তা	১৮
পশ্চিমা বিশ্বে নারীদের করূন অবস্থা	২২
পরিশেষে	২৩
শেষকথা	২৪

সারসংক্ষেপ

মানুষ সামাজিক জীব। মানুষ সমাজ বদ্ধ হয়ে বসবাস করতে পছন্দ করে। সমাজ ও পরিবার একে ওপরে সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সুষ্ট সমাজ গড়তে হলে প্রত্যেক পরিবারকে ইসলামের নিয়ম - কানুন মেনে চলতে হবে। কারণ সমাজের কল্যাণ আদর্শ পরিবারের মধ্যে রয়েছে। আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ) সম্পর্কের মাধ্যমে জানতে পারি জান্নাত থেকে পরিবার গড়ে উঠেছে।

ভূমিকা

মানব সমাজের ভিত্তি পরিবার।স্বামী-স্ত্রীকে কেন্দ্র করে পরিবার গড়ে ওঠে। পরিবারই মানব সমাজের ভিত্তি। আদম-হাওয়া (আ.)-এর মাধ্যমে পৃথিবীতে প্রথম মানব পরিবার গড়ে ওঠে। সৃষ্টির সূচনাকাল থেকে আজও এ পরিবার প্রথা চালু আছে। সারাদিনের কর্মক্লান্তি, বিভিন্ন কারণে পাওয়া দুঃখ-বেদনায় যেখানে সবাই শান্তি খুঁজে— সেটা হলো পরিবার। পরিবারে শান্তি-শৃঙ্খলা থাকলে জীবন সুখময় হয়। পক্ষান্তরে পরিবারে কাঙ্ক্ষিত শান্তি না থাকলে জীবন হয়ে ওঠে বিতৃষ্ণ, বিষাদময়। এজন্য দরকার একটি আদর্শ পরিবার। যা হবে মানুষের আরাম-আয়েশ ও সুখ-শান্তির আকর।

পরিবার কী ?

স্বামী-স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতা ও দাদা-দাদী নিয়ে গঠিত হয় পরিবার। ‘পরিবার হলো পিতা বা মাতা অথবা পিতা-মাতা উভয় ও তাদের সন্তান-সন্ততির সমষ্টি।’

তথ্যসূত্র: https://at-tahreek.com/site/show/1027

যেভাবে পরিবারের শুরু

পৃথিবীর প্রথম মানুষ আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.)-কে কেন্দ্র করে প্রথম পরিবার গড়ে উঠেছিল জান্নাতে। এই প্রথম পরিবারের সদস্য স্বামী ও স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে মহান আল্লাহ বলেন, ‘আমি বললাম, ‘হে আদাম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং যেখানে যা ইচ্ছে খাও, কিন্তু এই গাছের কাছে যেও না, গেলে তোমরা সীমালঙ্ঘনকারীদের মধ্যে শামিল হবে।’ (সুরা বাকারা: ৩৫)

এই পরিবার থেকে মানব জাতি বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। এসম্পর্কে আল্লাহ বলেন, ‘হে মনুষ্য সমাজ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদের একটি মাত্র ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তা হতে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর সেই দু’জন থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। যাঁর নামে তোমরা পরস্পর পরস্পরের কাছে (অধিকার) চেয়ে থাক এবং সতর্ক থাক জ্ঞাতি-বন্ধন সম্পর্কে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।’ (সুরা নিসা : ১)

সকল নবী-রাসুলের ব্যক্তিগত জীবনে ও সময়কালে পরিবার বিদ্যমান ছিল। আল্লাহ বলেন, আমি তোমার পূর্বেও রাসুলগণকে পাঠিয়েছিলাম, আর তাদের দিয়েছিলাম স্ত্রী ও সন্তানাদি।’ (সুরা রাদ: ৩৮)

ইবরাহিম (আ.) স্বীয় পরিবারের জন্য দোয়া করেছিলেন, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! ‘আমাদের তোমার অনুগত কর, আমাদের বংশে একদল সৃষ্টি কর, যারা তোমার আজ্ঞাবহ হয়। আর আমাদের ইবাদাতের নিয়ম-কানুন শিক্ষা দাও এবং আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর। নিশ্চয়ই তুমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।’ (সুরা বাকারা : ১২৮)

তথ্যসূত্র: https://www.nayashatabdi24.com/religion-and-life/44594

পরিবারের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

পরিবার মানব সমাজের মূল ভিত্তি। পারিবারিক জীবন ব্যতিরেকে মানব সভ্যতা কল্পনা করা যায় না। মানুষের অস্তিত্বের জন্য পারিবারিক জীবন অপরিহার্য। সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা, স্থিতিশীলতা, উন্নতি-অগ্রগতি ইত্যাদি সুষ্ঠু পারিবারিক ব্যবস্থার উপরে অনেকাংশে নির্ভরশীল। পারিবারিক জীবন অশান্ত ও নড়বড়ে হ’লে, তাতে ভাঙ্গন ও বিপর্যয় দেখা দিলে সমাজ জীবনে নানা অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হ’তে বাধ্য। তাই বলা যায়, পরিবারই হচ্ছে কল্যাণকর সমাজের ভিত্তি। সুতরাং আদর্শ সমাজ গঠনের অপরিহার্য শর্ত আদর্শ পরিবার গঠন। পরিবারের গুরুত্বের বিভিন্ন দিক নিম্নে উলেলখ করা হ’ল।–

১. মানব বংশ বৃদ্ধি :

পরিবারের মাধ্যমে মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ বলেন,

وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ

‘আর আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকেই জোড়া সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তোমাদের জোড়া থেকে তোমাদের পুত্র-পৌত্রাদি সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে পবিত্র বস্তুসমূহ হ’তে রূযী দান করেছেন’ (নাহল ১৬/৭২)।

এভাবে রাসূলের উম্মতের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। আর উম্মতে মুহাম্মাদীর সংখ্যাধিক্য পরকালে রাসূল (সাঃ)-এর জন্য গর্বের বিষয় হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

تَزَوَّجُوْا الْوَدُوْدَ الْوَلُوْدَ فَإِنِّىْ مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ

‘তোমরা অধিক সোহাগিনী ও অধিক সন্তানদায়িনী মহিলাকে বিবাহ কর। কারণ আমি ক্বিয়ামতের দিন তোমাদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে গর্ব করব’।[2]

২. মানববংশ সংরক্ষণ :

পরিবারের মাধ্যমে মানববংশ রক্ষা হয়। আল্লাহ বলেন,

وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا

‘তিনিই মানুষকে পানি হ’তে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি তার বংশগত ও বিবাহগত সম্পর্ক নির্ধারণ করেছেন। আর তোমার প্রতিপালক সর্বশক্তিমান’ (ফুরক্বান ২৫/৫৪)। এ পরিবারের সদস্যদের মাঝে স্নেহ-মায়া-মমতা, সম্প্রীতি-সদ্ভাব তৈরী হয়। তাদের পরস্পরের মধ্যে থাকে সুসম্পর্কের সুদৃঢ় সেতুবন্ধন। কারণ সেখানে থাকে পিতামাতা, ভাই-বোন, সন্তান-সন্ততি, অনেক ক্ষেত্রে দাদা-দাদী, পৌত্র-পৌত্রী ইত্যাদি সম্পর্কের মানুষ। পরিবারে পিতামাতা সন্তানকে শৈশবে লালন-পালন করেন। তেমনি সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর পিতামাতাকে দেখাশোনা করে। পৌত্ররাও দাদা-দাদীর সেবাযত্ন করে থাকে। এভাবে একে অপরের মাধ্যমে মানব বংশ রক্ষা হয়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হ’ল এখন মানুষ বিভিন্ন অযুহাতে জন্মনিয়ন্ত্রণ ও জন্ম নিরোধ করছে। লাইগেশনের মাধ্যমে বা অন্য কোন উপায়ে স্থায়ীভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ বা জন্ম নিরোধ করা হারাম। কেউবা ভ্রূণ

হত্যা করে। শারঈ কোন কারণ ব্যতীত ভ্রূণ হত্যা মানবহত্যার শামিল। এসব থেকে বিরত থাকা অতীব জরূরী।

৩. শিক্ষা প্রদান :

পরিবার এক অনন্য শিক্ষাগার। এখানে পিতামাতা সন্তানকে সুশিক্ষিত করে তোলে। পিতামাতার নিকট থেকে শিক্ষা লাভ করেই সন্তান সুনাগরিক হিসাবে গড়ে ওঠে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন,

كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

‘প্রত্যেক সন্তানই ফিতরাতের (ইসলাম) উপর জন্মগ্রহণ করে থাকে। অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদী বা খৃষ্টান কিংবা অগ্নিপূজক বানায়’।[3] সুতরাং সৎ ও চরিত্রবান নাগরিক গড়ার প্রথম ভিত্তি হচ্ছে পরিবার। শিশুরা আদর্শবান হয়ে গড়ে ওঠে পরিবার থেকে। তাই পারিবারে যে শিশু সঠিকভাবে গড়ে ওঠে, সে বড় হয়েও সঠিক পথে অবিচল থাকে। পক্ষান্তরে যে শিশু পরিবারে খারাপ শিক্ষা পায়, সে বড় হয়েও খারাপ পথেই চলতে থাকে। এজন্য পিতা-মাতা সন্তানকে আল্লাহভীতি, পরকালীন জবাবদিহিতা, মুসলমানদের দায়িত্ব-কর্তব্য, আল্লাহর হক, বান্দার হক, পারস্পরিক সহমর্মিতা শিখানোর চেষ্টা করবেন। এর পাশাপাশি সন্তানদের পর্যাপ্ত সময় দিবেন। যাতে তারা নিজেদের অভিভাবকহীন ভাবতে না পারে এবং সঠিক তত্ত্বাবধায়নের অভাবে বখে না যায়। পাশাপাশি তাদের সার্বিক বিষয়ে খোঁজ-খবর রাখবেন এবং তাদের সঙ্গী-সাথী ও বন্ধু-বান্ধবদের সম্পর্কেও নযর রাখবেন। যাতে অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ না হয়।

৪. শান্তি লাভ ও পারিবারিক মহববত সৃষ্টি :

পরিবারেই মানুষ শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করে এবং তাদের মধ্যে মহববত-ভালবাসা তৈরী হয়। আল্লাহ বলেন,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوْا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِيْ ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُوْنَ،

‘তাঁর নিদর্শনের মধ্যে হ’ল এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হ’তেই তোমাদের সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা তার কাছে শান্তি লাভ করতে পার আর তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। এর মাঝে অবশ্যই বহু নিদর্শন আছে সেই সম্প্রদায়ের জন্য যারা চিন্তা করে’ (রূম ৩০/২১)।

পরিবারে মা-বাবা, ভাই-বোন, সন্তান-সন্ততি একত্রে বসবাস করেন। একসাথে থাকার ফলে একে অপরের সুখে সুখী হয়, এক অপরের দুঃখে দুঃখী ও সমব্যথী হয়। এভাবে পরিবারের সদস্যরা পরস্পরকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করে থাকে। পরিবারের এ বন্ধন আমাদের দেশে খুবই পরিচিত চিত্র। কিন্তু দুঃখজনক হ’লেও সত্য যে, বর্তমানে চিরচেনা এ পরিবার প্রথা বিলুপ্তির পথে। একে সামাজিক বিপর্যয় বললেও হয়তো অত্যুক্তি হবে না। পারিবারিক বিপর্যয়রোধে অনেকেই সচেষ্ট। নানাবিধ কলাকৌশল প্রয়োগ করে পারিবারিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় ব্যাপৃত। অথচ মানব চিন্তা যতই শাণিত হোক, উন্নত ও আধুনিক বলে দাবী করা হোক না কেন, আল্লাহ প্রদত্ত নির্ভুল জ্ঞানের সহায়তা ব্যতীত প্রকৃত সফলতা অর্জন করা সম্ভব নয়। তাই পারিবারিক বিপর্যয়রোধে ইসলামের বিধান অনুসরণের বিকল্প নেই। এ পথেই রয়েছে সুষ্ঠু সমাধান। ইসলাম আগে ব্যক্তি সংশোধনে গুরুত্বারোপ করেছে। কারণ ব্যক্তি ঠিক হ’লে পরিবার ও সমাজ উভয়ই ঠিক হয়ে যায়। একটি বহুতল ভবন নির্মাণের পূর্বে যেমন ভিত্তি ঠিক করতে হয়, তেমনি পূর্ণাঙ্গ সমাজ

ও রাষ্ট্র গঠন করতে হ'লে একটি আদর্শ পরিবার গঠন করতে হয়। কেননা সমাজবিজ্ঞানী ও মুসলিম মনীষীগণের দৃষ্টিতে মানবসমাজ ও রাষ্ট্রের প্রাথমিক ভিত্তি হচ্ছে পরিবার।

সম্প্রতি আমাদের দেশের অনেক মানুষ পারিবারিক বন্ধনের কথা ভুলতে বসেছে। আমাদের মানবিক মূল্যবোধ ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। পরিবারের প্রতি মানুষ বৈষ্যমূলক বিভিন্ন অন্যায়-আচরণ করছে। পরিবারের বড়দের সম্মান এবং ছোটদের প্রতি স্নেহসুলভ আচরণ করা হচ্ছে না। অথচ রাসূল (সাঃ) বলেন,

مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيْرِنَا فَلَيْسَ مِنَّا،

'যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদেরকে স্নেহ করে না এবং আমাদের বড়দের সম্মান বোঝে না সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়'।[4] ইসলামে পারস্পরিক সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে। পারিবারিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করার জন্য যা কিছু প্রয়োজন, ইসলামে তার সবকিছু বিদ্যমান। সুতরাং সে বিধান মেনে চলার মধ্যেই কল্যাণ নিহিত।

পারিবারিক জীবন যে শুধু দুনিয়াতেই কল্যাণ বয়ে আনে এবং এ বন্ধন যে কেবল পৃথিবীতেই সীমাবদ্ধ থাকবে তা নয়, বরং সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের জন্য এ বন্ধন জান্নাতেও বিদ্যমান থাকবে। মহান আল্লাহ বলেন,

جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُوْنَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ،

'তা হ'ল স্থায়ী বসবাসের জান্নাত। তাতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের সৎকর্মশীল বাপ-দাদা, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি। ফেরেশতারা তাদের কাছে আসবে প্রত্যেক দরজা দিয়ে' (রা'দ ১৩/২৩)।

৫/ পারিবারিক জীবন যাপন করা মুমিনের বৈশিষ্ট্য : মুমিন বান্দাদের অন্যতম গুণ সুন্দর পারিবারিক জীবন যাপন। এজন্য তারা মহান আল্লাহর কাছে দো'আ করে এই বলে,رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَامًا- 'হে

আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের স্ত্রীদের ও সন্তানদের মাধ্যমে চক্ষুশীতলকারী বংশধারা দান কর এবং আমাদেরকে আল্লাহভীরুদের জন্য আদর্শ বানাও' (ফুরক্বান ২৫/৭৪)।

পারিবারিক জীবনের সুফল

পরিবারের সুফল অনেক মনস্তাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষাদান ইত্যাদি। পরিবারের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব শিশুকে সামাজিক করে গড়ে তোলা এবং ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুন শিক্ষা দেওয়া। পরিবারের ধারা ও রীতিনীতির উপর ভিত্তি করে শিশুর মনোজগত তৈরী হয় এবং পরিবারে তার দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে। সুতরাং শিশুর সুষ্ঠু শিক্ষা দিতে পরিবার বিশেষ ভূমিকা রাখে।

পরিবার একটি সার্বজনীন পদ্ধতি এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের আয়না। সারা বিশ্বে পরিবার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ভিত্তি হিসাবে গণ্য হয়। পরিবার একজন মানুষের সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যাপিঠ। পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সকলের দায়িত্ব। পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও স্নেহ-মায়া-মমতার বন্ধনে আবদ্ধ একেকটি পরিবার বহু হৃদয়ের সমষ্টি, যেখানে আছে জীবনের প্রবাহ, আছে মায়া-মমতা, স্নেহ-ভালবাসা, মিলেমিশে থাকার প্রবল বাসনা, আছে নিরাপত্তা, সহনশীলতা এবং পরস্পরকে গ্রহণ করার মানসিকতা। বিশ্বের অধিকাংশ দেশে পারিবারিক বন্ধনের প্রভাব বিস্তৃত।

বিশ্বের প্রতিটি দেশে ও জাতির নিকটে পরিবারের গুরুত্ব অপরিসীম। মৌলিক মানবাধিকার সংরক্ষণ, সমমর্যাদার নিশ্চয়তা এবং বৈষম্যহীন পরিবেশের মাধ্যমে সামাজিক অগ্রগতি সাধন ও জীবন মান উন্নয়নে পরিবার সমাজের স্তম্ভ ও মৌলিক ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। পরিবার এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যেখান থাকে ভবিষ্যত জীবনের পথ নির্দেশনা।

পারিবারিক বন্ধন থেকেই মানব বংশ সম্প্রসারিত হয়েছে। যদি সকল মানুষ পরিবারে নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে তবে সে পরিবার সমাজে উত্তম ও আদর্শ পরিবার হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। যেখানে বইতে থাকে শান্তির ফল্গুধারা। পরিবারের প্রতিটি সদস্যের জীবন হবে সুখকর ও আনন্দময়।

স্মর্তব্য যে, ব্যক্তি থেকে পরিবার, পরিবার থেকে সমাজ এবং সমাজ থেকে একটি দেশ বা রাষ্ট্র গঠিত হয়। তাই ব্যক্তি ভালো হ'লে পরিবার ভালো হবে, পরিবার ভালো হ'লে সমাজ ভাল হবে। আর সমাজ ভালো হ'লে দেশ বা রাষ্ট্র ভালো চলবে। সমাজে এখনো বহু ভালো মানুষ আছেন, যারা প্রকৃতপক্ষেই চান যে, সমাজে ভালো মানুষই থাকুক, মানবরূপী কোন দানব না থাকুক। ব্যক্তি সংশোধনের মাধ্যমে পরিবার ঠিক করে ঐসব মানবরূপী দানবদের সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করতে হবে। ফিরিয়ে আনতে হবে পারিবারিক শান্তি-শৃঙ্খলা এবং মযবূত করতে হবে পারস্পরিক সম্পর্কের সেতু বন্ধন। এক্ষেত্রে একে অন্যের প্রতি স্নেহ-ভালবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ বজায় রাখা এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে সুন্দর পরিবার গঠন ও পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় করা আমাদের জন্য একান্ত কর্তব্য।

পরিবার নামক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে একটি শিশু সুনাগরিক হয়ে গড়ে ওঠে। শিশুরা পরিবারে যে শিক্ষা পায় বড় হয়ে সে ঐ শিক্ষানুযায়ী চলে। আর পরিবারে একই সঙ্গে মা-বাবা, ভাই-বোন, সন্তান-সন্ততি মিলেমিশে থাকে। একজনের সুখে অন্যজন আনন্দিত হয় এবং একজনের দুঃখে অন্যজন অশ্রু ঝরায়। এ নিবিড় বন্ধন থাকে কেবল পরিবারের মধ্যে। ফলে সদস্যরা একে অন্যকে নানাভাবে সাহায্য করে।

তথ্যসূত্র: https://at-tahreek.com/site/show/1027

শান্তিময় সমাজ

বর্তমানে আমরা লক্ষ্য করলে দেখতে পাই,প্রত্যেক সমাজে শুধু অশান্তি - বিশৃঙ্খলা।এর মূল কারণ হল পরিবার পরিপূর্ন ইসলাম মেনে চলছে না। সবাই আধুনিকতার নামে হারাম কাজকে হালাল বানাচ্ছে ।এর খারাপ প্রভাব পরিবার ও সমাজে মারাত্মকভাবে পড়ছে । প্রত্যেক পরিবার পরিপূর্ন দ্বীন মেনে চললে সমাজ ও পরিবার শান্তিময় হবে।

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হলো পরিবার। পারিবারিক জীবন থেকেই গড়ে উঠে ইসলামী পরিবার ও সমাজ ব্যবস্থা। তাই ইসলাম পরিবারের সংশোধন ও শৃঙ্খলাকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। একটি শিশুই একটি জাতির ভবিষ্যৎ। আজকের শিশুই আগামী দিনের কর্ণধার। তার তা'লীম-তরবিয়তের ওপরই নির্ভর করবে আমাদের আগামী দিনের পরিবার বা সমাজ ব্যবস্থা কেমন হবে। আমাদের এ প্রবন্ধে শিশু শিক্ষার ধরণ কেমন হওয়া উচিৎ, শিশুদের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে মাতা-পিতার ভূমিকা ও দায়িত্ব কী হওয়া উচিৎ, শিশুদের শিক্ষা কারিকুলাম এবং শিক্ষায় অবদান রাখার ক্ষেত্রে শিক্ষক ও সংস্কৃতিবিদ যারা রয়েছেন তাদের ভূমিকা কী ধরনের অবদান রাখা উচিৎ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়াও এ নিবন্ধে রয়েছে, পারিবারিক বন্ধন, বিবাহ, বিবাহ বন্ধন, স্বামীর অধিকার, স্ত্রীর অধিকার, বিবাহ বিচ্ছেদের কারণ, একাধিক বিবাহ ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা। আশা করব আমাদের এ লেখনীর মাধ্যমে ইসলামী পারিবারিক ব্যবস্থার বিশেষ দিক ও সৌন্দর্যগুলো আমাদের মধ্যে ফুটে উঠবে। আল্লাহ আমাদের প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমীন।

তথ্যসূত্র: https://www.hadithbd.com/books/fullbook/?book=75

জ্ঞান ও অনুভূতির সম্পর্ক

মুসলিম উম্মাহ ও জাতির মুরুব্বী চিন্তাবিদ, সাংস্কৃতিবিদ, সংস্কারক, সংস্কারক ও চিন্তাবিদদেরকে সাধারণ শিক্ষক, সাধারণ প্রতিষ্ঠান, মসজিদ-মাদরাসা-মক্তব ও পরিবারকে গুরুত্ব দিতে হবে। তাদের জন্য সঠিক ঈমান আকিদা, সভ্যতা, সংস্কৃতি, আমল-আখলাক ইত্যাদি বিষয়ে বই পুস্তক প্রকাশসহ আদব-শিষ্টাচারের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। সঠিকভাবে ইসলামী শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তি গঠনের ব্যবস্থা করতে হবে। একজন ব্যক্তিকে যখন সঠিক ঈমান আকিদা-আখলাক-চরিত্র ও সভ্যতা-সংস্কৃতির মাধ্যমে সংশোধন করা যাবে, সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনসহ গোটা সমাজ এমনিতেই সংশোধন হয়ে যাবে। ইসলামের ভিত্তি মজবুত হয়ে যাবে। সকলেই তখন সঠিক ইসলামী মূল্যবোধ, মূলনীতির প্রতি ইতিবাচক সাড়া দিবে।এমনকি তখন মানুষের কথার সাথে কাজের মিল থাকবে। তাদের চিন্তা-চেতনার সাথে বাস্তবতার সম্পর্ক থাকবে। সকলেই একযোগে সাহায্য সহযোগিতা আর পরামর্শ-ভিত্তিক সামাজিক কাজ শুরু করে দেবে। তখনই বলিষ্ঠ, যোগ্যতাসম্পন্ন, সম্মানিত মুমিন মুসলিম নতুন প্রজন্ম গড়ে উঠবে। আল্লাহ আমাদের এক সাথে কাজ করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

তথ্যসূত্র:https://www.hadithbd.com/books/detail/?book=75&chapter=9502

মুসলিম উম্মাহ ও জাতির মধ্যে তা'লীম-তরবিয়তের অভাব

বর্তমানে আমরা যদি মুসলিম উম্মাহ ও জাতির তা'লীম-তরবিয়তের গুরুত্বের প্রতি অবলোকন করি, তাহলে আমাদেরকে প্রথমেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে গুরুত্ব দিতে হবে। তারপর দ্বিতীয় স্তরে প্রচার মাধ্যমকে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। আর তৃতীয় স্তরে রাখতে হবে পারিবারিক গুরুত্বকে। কারণ, বর্তমান সমাজে পারিবারিক ভূমিকা শুধুমাত্র শিশুদের আহার-বিহার পরিধান, ও বাসস্থানের আর চাহিদা পূরণেই সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। পারিবারিক তা'লীম-তরবিয়তের গুরুত্ব নেই।

তেমনিভাবে আমরা যদি বর্তমান বিশ্বের দিকে তাকাই, তাহলে দেখব যে, বর্তমান মুসলিম বিশ্বে শিশুদের তা'লীম-তরবিয়ত ও শিক্ষা-দীক্ষার বেলায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রচার-মিডিয়া এবং পারিবারিক ভূমিকা অত্যন্ত নগণ্য। পারিবারিক ভূমিকা শুধুমাত্র কিছু ওয়াজ নসিহত, উপদেশ আর বাণীর মাঝেই সীমাবদ্ধ। শিশুদের আত্মিক ও মানসিক বিকাশ এবং আল্লাহ প্রদত্ত ফিতরাত বা স্বভাবের প্রতি কোনোও লক্ষ্য নেই। তারা জানেই না কীভাবে তাদের আত্মিক এবং মানসিক বিকাশ সাধন করতে হয়। কীভাবে তাদের তা'লীম-তরবিয়ত এবং শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করতে হয়। কীভাবে তাদের মধ্যে সভ্যতা-সংস্কৃতি আর মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করতে হয়। এ সকল বিষয়ে তাদের কোনো লক্ষ্য নেই।

অত্যন্ত আফসোসের বিষয় যে, আজ পশ্চিমা বিশ্ব আমাদের ওপর উপনিবেশ সৃষ্টি করছে, আমাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং মূল্যবোধে আগ্রাসন চালাচ্ছে। মুসলিম উম্মাহ ও জাতির সন্তানদের ভবিষ্যৎ চিন্তা-চেতনা ধ্বংস করে দিচ্ছে, তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি হ্রাস পাচ্ছে। মুসলিম উম্মাহ ও জাতি সার্বিক দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়ছে। পশ্চিমা সভ্যতার সাংস্কৃতিক আগ্রাসন মুসলিম উম্মাহ জাতির ওপর মহামারীর আকার ধারণ করছে। এখন জাতির প্রত্যেকেই নিজ নিজ অর্থ নিয়েই

ব্যস্ত। পার্থিব সম্পদ, আরাম-আয়েশ, সুখ-শান্তি আর অহমিকা নিয়েই জীবন-যাপন করছে। সাধারণ সমাজে আজ হিংসা, বিদ্বেষ, যুলুম, নির্যাতন, অন্যায় অবিচার, আর দুর্নীতি বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে। সামাজিক নিয়ম-নীতি, বিধি-বিধান, সামাজিক কল্যাণ, জনসাধারণের সামাজিক নিরাপত্তা, ইসলাম ও মানবতার মূল্যবোধ, ভ্রাতৃত্ব, ন্যায়-ইনসাফ, আদালত ইত্যাদি বিষয়ের আজ কোনো গুরুত্ব নেই। এমন কোনো সামাজিক প্রতিষ্ঠান অথবা সংগঠন পাওয়া যায় না, যারা এ সকল বিষয়ে সাধারণ সমাজ তথা মুসলিম উম্মাহ ও জাতিকে সচেতন করে তুলবে। তাদের শক্তি সামর্থ্য আর মনোবল দিয়ে এ কঠিন চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করবে এবং অন্যায়ের দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিবে। আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্কুল, মাদরাসা এবং প্রচার মাধ্যমগুলো এ বিষয়ে তাদের আশানুরূপ দায়িত্ব আদায় করছে না। মুসলিম উম্মাহ ও জাতির ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সৎ ও সঠিক নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করছে না।

তেমনিভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অবস্থা একই ধরনের। এ সকল বিষয়ে তাদেরও ভূমিকা একেবারে নগণ্য। তারাও মুসলিম উম্মাহ ও জাতির জন্য যোগ্য শিক্ষক এবং মেধাবী নেতৃত্ব সৃষ্টি করতে পারছে না, তাদের জন্য সভা, সেমিনার-আলোচনা, পর্যালোচনার ব্যবস্থা করতে পারছে না। মুসলিম উম্মাহ ও জাতির এহেন পরিস্থিতির মোকাবেলায় যথাযথ ব্যবস্থা নিতে পারছে না।

তেমনিভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের সামাজিক ব্যবস্থা ও শিশুদের উন্নয়নে এবং তাদের মধ্যে লুকায়িত আত্মিক ও মানসিক শক্তি বৃদ্ধির ব্যবস্থা করতে পারছে না। জাতির সংস্কার ও পরিশোধনের জন্য তাদের কাজে স্পৃহা জাগাতে পারছে না।

আমরা যদি শিশুদের তা'লীম-তরবিয়ত আর শিক্ষা-দীক্ষার বেলায় মুসলিম বিশ্বকে অন্যান্য জাতি গোষ্ঠী এবং সাধারণ বিশ্বের মাঝে তুলনা করি, তাহলে দেখতে পাব যে, মুসলিম বিশ্বের ত্যাগ-তিতিক্ষা, দান-অনুদান অত্যন্ত নগণ্য। মুসলিম বিশ্বের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মাদরাসা, মক্তব, স্কুল এবং সামাজিক তা'লীম-তরবিয়তী প্রতিষ্ঠানসমূহ সাধারণ জনগণের সাহায্য সহায়তায় অথবা গরীব-দিনমজুর অভিভাবকদের অনুদানে পরিচালিত হয়। যার কারণে মুসলিম বিশ্বের শিক্ষা-ব্যবস্থা, দুর্বল ও রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছে। শিক্ষকদের মান-মর্যাদার অবনতি ঘটেছে। তাদের অগ্রগতি উন্নতির মনোবল ভেঙ্গে পড়েছে।

তথ্যসূত্র:https://www.hadithbd.com/books/detail/?book=75&chapter=9502

সামাজিক শৃঙ্খলায় প্রয়োজন পারিবারিক বন্ধনের দৃঢ়তা

ভেঙে যাওয়া পরিবার নয়, বাংলার চিরায়ত পরিবার ব্যবস্থা গঠনে সবাইকে সচেতন হতে হবে। পরিবারের সেই শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে হবে। তাহলে সমাজেও শৃঙ্খলা ফিরবে। একটি সুন্দর সমাজ গঠনে সুন্দর পরিবার গঠনের বিকল্প নেই।

একান্নবর্তী পরিবারব্যবস্থা বলতে মূলত আমাদের প্রাচীন সমাজব্যবস্থাকে বোঝায়। যেখানে মা-বাবা- সন্তান-দাদা-দাদিসহ পরিবারের সবাই একত্রে শান্তিতে বসবাস করতো। সমাজব্যবস্থা মূলত হাজার বছর ধরে চলে আসা সংস্কৃতি এবং পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। ভারতীয় উপমহাদেশে সেই আদিকাল থেকেই একান্নবর্তী সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। সে সময়গুলোতে সমাজের শৃঙ্খলা শুরু হতো পরিবার থেকেই। পরিবারব্যবস্থা সামাজিকব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে। পরিবারে যে মানুষটি সবচেয়ে বয়স্ক তার কথা সবাই মেনে

চলতো। এভাবে ক্রমান্বয়ে বাড়ির বড়দের কথা সবাই মেনে চলতো। পরিবারের মধ্যেই একটি চেইন অব কমান্ড ছিল। সে কারণে সমাজেরও চেইন অব কমান্ড ছিল। বিভিন্ন হারিয়ে যাওয়া দৃশ্যের মতো একান্নবর্তী পরিবারও আজ হারিয়ে গেছে। আজকের সমাজের সঙ্গে তখনকার সমাজের ব্যাপক পার্থক্য। সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। আজ অবধি সেই পরিবর্তন ঘটেই চলেছে। সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। প্রযুক্তির উন্নয়ন ঘটার সঙ্গে সঙ্গে জীবনযাত্রার মান এবং ধরনে পরিবর্তন ঘটছে। সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটার জন্য আমাদের সার্বিক জীবনযাত্রারও পরিবর্তন ঘটেছে। আজ যেমন সমাজে প্রবীণদের প্রতি সম্মান এবং শ্রদ্ধাবোধ কমে গেছে। সে সময় এর ঠিক উল্টোটা ছিল। ব্যক্তির প্রতি ব্যক্তির ঈর্ষাবোধ সমাজের প্রতিটি স্তরে লক্ষণীয়। চাষের জমি যেমন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে, একান্নবর্তী পরিবারগুলো ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে।

একান্নবর্তী পরিবারে কি সুবিধা ছিল বা আজ একান্নবর্তী পরিবার না থাকায় কি অসুবিধা হচ্ছে তা অনুধাবন করতে হলে আজকের হিংসা, ক্রোধ আর লোভাচ্ছন্ন সমাজের দিকে তাকালেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিচ্ছিন্নতা প্রতিটি পরিবারে গ্রাস করেছে। কমে যাচ্ছে পরিবারের এক সদস্যের প্রতি আরেক সদস্যের দায়িত্ববোধ। একই পরিবারের সদস্য হয়েও সদস্যদের মধ্যে রয়েছে এক ধরনের দূরত্ব। মা-বাবার সঙ্গে সন্তানের দূরত্ব এতটাই বাড়ছে যে, তা সন্তানের জীবনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। আজ অধিকাংশ পরিবারেই মা বাবা দুজনকেই কর্মব্যস্ত জীবন কাটাতে হচ্ছে। সারাদিন শেষে বাসায় ফিরে সন্তানকে কাছে টেনে নেওয়ার সময়টুকু পাওয়া যায় না। মা-বাবার সাহচর্য থেকে বঞ্চিত হয়ে সন্তান, ঝুঁকছে আধুনিক প্রযুক্তির ওপর। সারাক্ষণ মোবাইল ট্যাবের স্ক্রিনে চোখ রাখা এ যুগের ছেলেমেয়েদের প্রবণতায় পরিণত হয়েছে। এরা পাচ্ছে আনন্দহীন একটি জীবন।

এ বিষয়ে কবিগুরুর মতো হলো, ক্ষুধার কারণে কেউ মরে না কিন্তু আনন্দের অভাবে মানুষ মরতে পারে। সেই মৃত্যু মানসিক। যা শরীরের মৃত্যুর থেকেও ভয়ঙ্কর। আজকের সন্তানদের বিচ্ছিন্নতার এই বিষয়টিই একাকিত্ব। বিভিন্ন গবেষণায় জানা যায়, দেশের তরুণদের অনেকেই হতাশাগ্রস্থতায় ভুগছে। এর কারণ মানুষের সাহচর্য থেকে বঞ্চিত হয়ে তারা যন্ত্র নির্ভর হয়ে পড়ছে। যন্ত্রের সঙ্গে সময় কাটাতে কাটাতে এক সময় নিঃসঙ্গতা গ্রাস করছে। সেই নিঃসঙ্গতা থেকেই হতাশা নামক অবস্থা মনে প্রভাব ফেলছে। পত্রিকার পাতা খুললে মাঝে মাঝেই তুচ্ছ কারণে আত্মহত্যার খবর পাওয়া যায়। এই আত্মহত্যার সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। আত্মহত্যার কারণ এতটা তুচ্ছ যে, ভাবলেই বেশ অবাক হতে হয়। মোবাইল বা বাইক না কিনে দেয়া, পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ার মতো অতি তুচ্ছ কারণেও অতি মূল্যবান একটি প্রাণ বিসর্জন দিতে এতটুকু কুণ্ঠিত হচ্ছে না।

পরিবারের এই বিচ্ছিন্নতার ফলস্বরূপ প্রবীণরা হয়ে গেছে প্রচন্ডভাবে একা এবং অসহায়। তাদের জগৎ আজ ছোট। সমাজে প্রবীণ সদস্যদের প্রতি যেন কারও কর্তব্য নেই। এক সময় পাড়ার দোকানে প্রবীণ কাউকে দেখলে কিশোররা দূরে সরে যেত। আজ সেই দৃশ্যপট পাল্টে গেছে। এখন কিশোরের দল দেখলেই প্রবীণরা অন্য পথে হাঁটে। অনেক কিছু দেখলেও না দেখার ভান করে চলে যায়। এভাবেই সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে। সময়ের ফাঁদে পড়ে আর বৃদ্ধ মা-বাবা তো সেখানে বোঝা হয়ে যাচ্ছে। তাই প্রতিনিয়ত বৃদ্ধাশ্রমে আশ্রিত বয়স্ক মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। তাদের অনেকের শেষ জীবন সেখানেই পার হচ্ছে। প্রযুক্তির কল্যাণে আজ ঘরে ঘরে টেলিভিশন। ঘরে ঘরে বললে ভুল বলা হয়। বলতে হয় প্রতিটি কক্ষে। অথচ মাত্র এক দশক আগেও এ দৃশ্য কমই দেখা যেত। বিশ বছর আগেও সারা পাড়া ঘুরলে এক বা দুই বাড়িতে টেলিভিশন দেখা যেত। পাড়ার সব মানুষ জড়ো হতো সেই টেলিভিশনওয়ালা বাড়িতে। ফলে একজন

অন্যজনের খবরাখবর সহজেই পেত। বিকেল হলেই বাইরে খোলা স্থানে জড়ো হয়ে একজন অন্যজনের খোঁজ নিত। কিন্তু সমাজে আজ অনেক পরিবর্তন। আজ এখন অন্যজনের মুখ দেখাদেখিও বন্ধ। পরিবার থেকে পরিবারের বিচ্ছিন্নতা, পরিবারের সদস্য থেকে অন্য সদস্যদের বিচ্ছিন্নতা সামাজিক ভারসাম্যে প্রভাব ফেলছে। একান্নবর্তী পরিবার আমাদের বাঙালিদের কৃষ্টির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সময়ের পরিক্রমায় পরিবারগুলো ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। পরিবার ব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ব্যবস্থায়ও পরিবর্তন ঘটছে। মানুষ ক্রমেই বিচ্ছিন্ন এবং একা হয়ে পড়ছে। সামায়িক আরাম আয়েশে থাকার জন্য পরিবারের সদস্যরা একে অন্যজন থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে। পরিবারের সদস্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মানুষ হয়ে পড়ছে যন্ত্রনির্ভর- যা মনকে বিষাদগ্রস্ত করে তুলছে।

আমাদের পাঠ্যবইগুলোতে পরিবারের সম্পর্কে প্রাথমিক শ্রেণি থেকেই একটি ধারণা দেয়া থাকে। সেখানে মা-বাবা-ভাই-বোনসহ সবাইকে নিয়ে পরিবারের ধারণা দেয়া হয়েছে। পরিবার সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা নিয়েই এরা বড় হয়। আমাদের অধিকাংশ পরিবারেই বইয়ের এই বাস্তবতা শেষ পর্যন্ত থাকছে না। একান্নবর্তী পরিবারগুলো ভেঙে একান্নটি পরিবারে পরিণত হয়েছে। পরিবার থেকে তৈরি হয় সমাজ, সমাজ থেকে কোনো জাতি। পরিবারের ধারাও সমাজে প্রবাহিত হয়। তাই পরিবারে যখন দূরত্ব, হিংসা এসব তৈরি হয় তখন তা সরাসরি সমাজে প্রভাব বিস্তার করে। আজ সমাজের চারদিকে এত অসঙ্গতি, এত হানাহানি, এত লোভের বিস্তার, এত দূরত্ব, মানুষের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধাবোধের অভাব এসব একসঙ্গে তৈরি হয়নি। প্রথমে ফাটল ধরেছে নিজের পরিবারে। ভাই ভাইয়ের থেকে আলাদা হওয়া খুব সাধারণ চিত্র। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক আলগা হয়ে যাচ্ছে খুব সহজে। গত কয়েক বছরে আমাদের দেশে বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যা বহুগুণে বেড়েছে। এই পরিবারের সন্তান বেড়ে উঠছে একাকিত্ব আর নিঃসঙ্গ

অবস্থায়। সন্তানের সুস্থ বিকাশের জন্য একটি সুন্দর পরিবার থাকা আবশ্যক। পরিবারের শিক্ষা, আত্মমর্যাদা সন্তানের ভেতর বিকশিত হয়। ভবিষ্যতে তার ব্যক্তিত্ব বিকাশে যা সহায়তা করে। মা অথবা বাবার আবার ক্ষেত্রবিশেষে দু'জনেরই আদর ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়ে তার মনে এক ধরনের স্থায়ী প্রভাব ফেলে। তার ব্যক্তিত্বে সরলতার বদলে কাঠিন্যভাব এবং একঘেয়েমি ভাব প্রকাশ পায়। যা খুব সহজেই তাকে বিপথে নিয়ে যেতে পারে। পরিবার হলো সামাজিক গঠনের ভিত্তিস্বরূপ। পরিবার থেকে পাওয়া শিক্ষা সমাজ গঠনে ভূমিকা পালন করে।

ভেঙে যাওয়া পরিবার নয়, বাংলার চিরায়ত পরিবার ব্যবস্থা গঠনে সবাইকে সচেতন হতে হবে। পরিবারের সেই শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে হবে। তাহলে সমাজেও শৃঙ্খলা ফিরবে। একটি সুন্দর সমাজ গঠনে সুন্দর পরিবার গঠনের বিকল্প নেই।

তথ্যসূত্র:https://www.fns24.com/article/131740/

সামাজিক-শৃঙ্খলায়-প্রয়োজন-পারিবারিক-বন্ধনের-দৃঢ়তা

পশ্চিমা বিশ্বে নারীদের করুণ অবস্থা

বর্তমান বিশ্বে পশ্চিমা বিশ্বের সামনে মুসলিমদের সভ্যতা-সংস্কৃতির পরাজয়ের কারণ হচ্ছে, আমাদের কৃষ্টি-কালচার, আচার-আচরণ তথা ইসলামী শরী'আত এবং তাদের কৃষ্টি-কালচার, আচার-আচরণ ও তাদের শরী'আত সম্পর্কে কোনো জ্ঞান অর্জন না করে এবং কোনো বাছ-বিচার ও যাচাই বাছাই ছাড়াই পদাঙ্ক অনুসরণ করা। বিশেষ করে নারীদের বেলায় আমরা নির্দ্বিধায় প্রতিটি পদক্ষেপে তাদের অনুসরণ করছি, অথচ আমাদের শরী'আত ও তাদের শরী'আতে রয়েছে

আকাশ পাতাল ব্যবধান। মুসলিম ও ইসলামী শরী'আত বাদ দিয়ে কোনো সময় এমন কোনো কাজ সমর্থন করতে পারে না, যে কাজে পারিবারিক বন্ধনে ভাঙ্গন বা বিভেদ সৃষ্টি করে অথবা নারীর ইজ্জত সম্মানে আঘাত হানে অথবা নারীর মাতৃত্বের ভূমিকায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে বা বিপদকে টেনে আনে।

পশ্চিমা বিশ্বে নারীদের বেলায় যে সমস্ত আচরণ করা হচ্ছে এবং পুরুষের মতো করে বিনা বাধায় বিনা শর্তে নারীদেরকে কর্মক্ষেত্রে বের করে দেখা হচ্ছে। এ সমস্ত বিষয় পরিবারকে ভাঙ্গন ও ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে এবং নারীদের ইজ্জত সম্মান ও সম্ভ্রমের ওপর আঘাত হেনে তাদের ব্যভিচার ও দেহ-ব্যবসার প্রতি অনুপ্রাণিত করছে। পশ্চিমা বিশ্বে নারীদের পণ্য হিসেবেই কাজে লাগানো হচ্ছে। তাদের মধ্যে নেই কোনো সামাজিক বন্ধন এবং নেই কোনো স্নেহ মমতা। পশ্চিমা নারীরা যখন বুড়ো হয়ে যায়, তখন তাদের আর কোনো মূল্যায়ন থাকে না। তারা তখন ঘৃণা ও অবহেলার পাত্রে পরিণত হয়।

তথ্যসূত্র:https://www.hadithbd.com/books/detail/?book=75&section=1053

পরিশেষে

মানব সমাজ এবং সভ্যতার মূল ভিত্তি হলো পরিবার। ইসলাম পরিবার গঠনের ওপর জোর তাগিদ দিয়েছে। কুরআন ও হাদিসে পরিবার গঠন এবং পারিবারিক সম্পর্ক বজায় রাখার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। পরিবার সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি যথা আলোচনা করা হয়েছে। ইসলামের পরিবার বিষয়ে সবাই খুব সতর্ক থাকলে এবং এসব বিধিবিধান মেনে চলতে পারলে আশা করা য়ায়, আমরা একটি সুন্দর পারিবারিক জীবন গড়ে তুলতে সক্ষম হবো এবং আমাদের সমাজও হয়ে উঠবে সুন্দর, কল্যাণকর এবং প্রশান্তকর। আল্লাহ তায়ালা সবাইকে বিষয়টি সঠিকভাবে বোঝার তওফিক দান করুন। আমিন।

তথ্যসূত্র: https://dailysangram.com/post/438695-%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%95

শেষ কথা

সুষ্ট সমাজ ব্যবস্থায় পারিবারিক বন্ধনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তা আমরা অস্বীকার করতে পারি না। পরিবারের প্রত্যেক সদস্য পরিপূর্ন ইসলাম মেনে চললে সমাজ থাকবে শৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণ। একটি সুষ্ট সমাজ গড়ে তুলতে হলে প্রথমে পরিবারকে দ্বীন মেনে চলতে হবে। আমাদের সবাইকে পরিপূর্ন ইসলামকে অনুসরণ করার তাওফিক আল্লাহ তায়ালা দান করুন। (আমিন)

এই থিসিস পেপারটি একটি ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে পাবলিশ করা হয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল লিংকঃ https://www.academia.edu/110712814/-